The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXV, 2019 (pp. 47 - 56)
Published in December, 2023

মানবজীবনে "আল-আমানাহ্ ও আল-খিয়ানাহ্"-এর স্বরূপ এবং সমাজ জীবনে এর প্রতিফলনঃ একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন*

প্রতিপাদ্যসার

'আল-আমানাহ্' ও 'আল-খিয়ানাহ্' শব্দ দু'টি আরবী এবং ইসলামী শরীয়তে বহুল পরিচিত পরিভাষা। শব্দ দু'টির অর্থ ও পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। তবে এ ব্যাপারে যথাযথ অবগতি আমাদের সমাজে নেই। তাই আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হচ্ছে 'আল-আমানাহ্' ও 'আল-খিয়ানাহ্'-এর পরিচয় ও স্বরূপ বর্ণনা এবং এর প্রতিফলন সম্পর্কে পর্যালোচনা। এর মাধ্যমে সমাজ জীবনে বিশেষত শিক্ষা ও চিকিৎসার অঙ্গনে সততা ও শুদ্ধাচার বৃদ্ধি করা। যেহেতু সামাজিক জীবনে অসততা ও অনাচার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব, এই প্রবন্ধে কুরআন-হাদীসসহ ইসলামী শরীয়তের মূলনীতির আলোকে উপরোক্ত বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

ভূমিকা

আরবী ভাষার দুটি শব্দ 'আল-আমানাহ্' ও আল-খিয়ানাহ্' আমাদের সমাজে আমানত বা আমানতদারী ও খিয়ানত বা খিয়ানত করা হিসেবে অধিক প্রচলিত। আমানতকারীর পুরস্কার এবং খিয়ানতের শাস্তি ও পরিণাম সম্পর্কে মোটামুটি অবগতি থাকলেও শব্দ দু'টির অর্থের বিস্তৃত পরিধি ও প্রতিফলন সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ অবগত নয়। ফলে সমাজের সর্বক্ষেত্রে খিয়ানত তথা অনাচার-দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে লাগামহীনভাবে। তাই সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ ভাবনায় ইবাদত-বন্দেগীসহ কর্মজীবনের সকল দিক ও বিভাগ বিশেষত শিক্ষা ও চিকিৎসা বিভাগের প্রতি 'আমানাহ্' ও 'খিয়ানাহ্' সম্পর্কে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। অতএব, শব্দ দু'টির আভিধানিক বিশ্লেষণসহ প্রাত্যহিক জীবনের নির্দিষ্ট দিক-বিভাগে এর প্রতিফলন সংক্রান্ত পর্যালোচনা নিম্নে পেশ করা হলো।

*সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আমানাহ (**أمانة**) ও খিয়ানাহ (**خيانة**) বিপরীত অর্থবোধক দু'টি আরবী শব্দ। **'أمانة'** শব্দটি **أ-م-ن (أمن-يأمن)** হতে নির্গত। 'আমান' ও 'আম্ন'-এর মাদ্দাহ (ক্রিয়ামূল) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর আভিধানিক অর্থ হলো শঙ্কামুক্ত হওয়া, নিশ্চিন্ত হওয়া। শব্দটি **أَمُنَ-يَأْمُنُ** এর মাছদার হলে অর্থ হবে, আমানতদার হওয়া, বিশ্বস্ত হওয়া ও ধার্মিক হওয়া ইত্যাদি (কায়রানভী, ওয়াহিদুয্যামান কাশেমী ২০০১, ১৩৬।

ঈমান ও আমানাহ্-এর উৎসমূল অভিন্ন। তাই উভয়ের মধ্যে সম্পর্কও অবিচ্ছিন্ন। সংশয়মুক্ত হয়ে সংবাদদাতাকে বিশ্বস্ত মনে করে তার সংবাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হয় বলে "ঈমান"কে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে। আর অপরের নিকট পরিপূর্ণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হবার নাম আমানতদারী। আমানতকারী শংকা ও সংশয় মুক্ত হয়েই আমানতদারের নিকট আমানত রাখে।

'খিয়ানাহ্' হলো 'আমানাহ্' এর বিপরীত শব্দ। এটি **خ-و-ن (خان-يخون)** হতে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো খিয়ানত করা, প্রতারণা করা, ধোকা দেয়া, আমানত আদায় না করা, কারো অধিকার বুঝিয়ে না দেয়া ইত্যাদি(সা'দী আবুজীব ৪৮৭)। আমানতদারী ও সততার বিপরীত সকল অপকর্ম ও মন্দ স্বভাবের জন্য ব্যাপকভাবে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এমনকি ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতে ছোটো-বড়ো সকল পাপের জন্যও শব্দটি ব্যবহার হয়ে থাকে(হাফিজ ইবনু কাছীর দিমাশকী, ইমামুদ্দীন ইসমাঈল ১৯৯২, ৩৩৩)।

"আমানাহ্" শব্দটি বর্তমানে মুসলিম সমাজে 'আমানত' বা 'আমানতদারী' হিসেবে সমধিক প্রচলিত। অপরের নিকট গচ্ছিত অর্থ বা সম্পদকে বলা হয়ে থাকে 'আমানত'। অথচ 'আমানাহ্' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক।

'আমানাহ্' ইসলামী জীবন আদর্শের অতীব গুরুত্বপূর্ণ অংশ, ঈমানের অন্যতম দাবি ও একজন সফলকাম মুমিনের অনিবার্য গুণ। খিয়ানত করা মুনাফিকদের চরিত্র। আমানত সংরক্ষণ করা ফরজ, আর খিয়ানত করা হারাম। আমানতদারী সৎ লোকের নিদর্শন, আর চরিত্রহীনদের পরিচয় হচ্ছে খিয়ানত করা। প্রতিষ্ঠান, সমষ্টি এবং সমাজের শান্তি, কল্যাণ ও স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য মানবগুণ হচ্ছে আমানতদারী। পক্ষান্তরে প্রতিষ্ঠান ও সমাজের বিপর্যয় ও ভাঙ্গনের প্রধান কারণ হচ্ছে খিয়ানত করা। এ প্রসঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة

অর্থাৎ 'যখন আমানতের খিয়ানত হবে, তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করবে (বুখারী ৯৬১)। নিষ্ঠা, সততা ও বিশ্বাসপরায়ণতার সাথে সকল প্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করা এর অন্তর্ভুক্ত। চুক্তিবদ্ধ বা চুক্তিহীনভাবে কোনো সম্পদ কারো নিকট রাখলে তা কর্জ বা ভাড়াভিত্তিক হলেও আমানত। আমানতদারী কেবল গচ্ছিত সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়(বারকাতী, মুফতী আমীমুল ইহসান ১৯০-১৯৯)। বরং একজন ঈমানদারের উপর আল্লাহ্ তায়ালার অর্পিত সকল দায়িত্বও আমানত। সকল প্রকার আল্লাহ্'র হক ও বান্দার হকের সাথে আমানতের গুণ সম্পৃক্ত। অতএব, সকল প্রকার কুফর ও শির্ক পরিহার করে শরীকবিহীন মহান আল্লাহ্'র প্রতি ঈমান রাখাও আমানতের অন্তর্ভুক্ত। সূরা আল-আহ্যাবের নিম্নোক্ত 'আমানাহ্' শব্দ দ্বারা সে বিস্তৃত কর্তব্য কে বুঝানো হয়েছে:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

"আমি আকাশ, জমিন ও পাহাড়ের প্রতি আমানাহকে (শরীয়তের যাবতীয় কর্তব্য) পেশ করলাম, তারা সবাই তা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করলো, এবং তাতে ভীত হয়ে পড়ল। আর তা বহন করল মানবজাতি। নিশ্চয়ই সে অত্যাচারী ও একান্তই অজ্ঞ (সূরা আল-আহযাব: ৭২)।"

মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের প্রতি বিস্তৃত বলেই মহান আল্লাহ্ কোরআন হাকিমের একাধিক স্থানে 'আমানাহ্' এর বহুবচন ব্যবহার করেছেন। যেমন সূরা নিসা এর ৫৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

অর্থাৎ "নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ করেছেন পাওনাদারের নিকট আমানতসমূহ বুঝিয়ে দিতে।" আমানতদারীর বিস্তৃতি ও পরিধি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিসের মাধ্যমেও স্পষ্ট হয়ে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا إيمان لمن لا أمانة له

অর্থাৎ 'যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই (ইমাম আয-যাহাবী, মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ শামসুদ্দীন ১৪২১ হি., ১৭৩)।

'আমানাহ্' তথা আমানতদারী সম্পর্কে প্রচলিত অস্পষ্টতা ও সীমাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে এর কয়েকটি বাছাইকৃত প্রয়োগ ক্ষেত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

১। আল্লাহ্'র হক সংক্রান্ত

(ক) শির্কমুক্ত ঈমান

সকল প্রকার শিরক হতে মুক্ত হয়ে মহান আল্লাহ্'র একত্ববাদকে মেনে নেয়া সবচেয়ে বড়ো আমানত। শির্ক হচ্ছে মহান আল্লাহ্'র জন্য নির্ধারিত গুণ ও বৈশিষ্ট্যে সৃষ্টির কাউকে শরীক বা সমান মনে করা(ড. ইব্রাহীম আল বারীকান ১৯৯২, ১২৫)। আল্লাহ্পাকের সাথে শির্ক করাই হলো বড়ো জুল্ম ও খিয়ানত। মহান আল্লাহ্ বলেন,

إن الشرك لظلم عظيم

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই শির্ক বড়ো জুলুম-অত্যাচার (সূরা লুকমান: ১৩)। মহান আল্লাহ্'র সত্তা, গুণাবলি, ক্ষমতা ও অধিকারে কেউ সমতুল্য-সমকক্ষ নয়। ইবাদত ও আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্। মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য নির্ভুল ও কল্যাণকর আইন জারির মালিক একমাত্র আল্লাহ্। মহান আল্লাহ্'র মর্যাদা ও অধিকারের পরিপন্থী যে-কোনো ধরনের বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

মানবজীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত সকল বিধি-বিধান শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করা এবং মহান আল্লাহ্'র কিতাব ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রীতি-নীতির আলোকে মানব জীবনের সকল কিছু পরিচালনা করা আমানতদারী। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ্'র বিধান বাদ দিয়ে অন্য যে-কোনো বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া কিংবা তদনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা সুস্পষ্ট খিয়ানত।

(খ) পরিপূর্ণ ইবাদত-আনুগত্য

বান্দার প্রতি আরোপিত সকল প্রকার ইবাদত হলো 'আমানাহ্'। সেই ইবাদত পালন না করা কিংবা তাতে শৈথিল্য প্রদর্শন করা 'খিয়ানাহ্'। তাই নামাজ, যাকাত, রোযা, হজ, ওযু, পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করা ইত্যাদি হলো 'আমানাহ্'। ঈমানের আলোকে সকল সৎ গুণাবলি অবলম্বন করা 'আমানাহ্'। এর বিপরীতে

কবিরা গুনাহসমূহ যেমন-খুন, ডাকাতি, ছিনতাই, অবিচার, অত্যাচার, মিথ্যা বলা, ঘুষ খাওয়া, মদ্যপান, সূদ খাওয়া হচ্ছে খিয়ানত। আল্লাহ্'র সকল প্রকার নাফরমানি বা অবাধ্যতা খিয়ানতের অন্তর্ভুক্ত(ইবনু কাছীর, ৩৩৩)।

২। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হক সংক্রান্ত

মহান আল্লাহ্ তাঁর হাবিবকে যে শান ও অধিকার সহকারে প্রেরণ করেছেন, সেভাবে রাসুল কারীম-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান রাখা একজন ঈমানদারের জন্য 'আমানাহ্'। সেভাবে মেনে না নিলে হবে 'খিয়ানাহ্'। আমাদের সম্মানিত রাসূল নিষ্পাপ, সকল মানবিক গুণে পরিপূর্ণ এবং সকল যুগের সকল মানুষের জন্য একমাত্র পরিপূর্ণ আদর্শ(সূরা আহযাব: ২১)। রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ গ্রহণ না করা, তাঁকে পরিপূর্ণ আদর্শ হিসেবে মেনে না নেওয়া কিংবা তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধকে গুরুত্ব না দেয়া হচ্ছে 'খিয়ানাহ্'। তাই মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং জেনেশুনে নিজেদের আমানতেরও খিয়ানত করো না"(সূরা আনফাল: ২৭)।

৩। বান্দার অধিকার সংক্রান্ত

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মানুষ কখনো একাকী জীবন যাপন করতে পারে না। সমাজ জীবনে একে অপরের সহায়তা নিতে বাধ্য। এভাবে পরস্পরের মধ্যকার আচরণের নাম *মু'আমালাত*। *মু'আমালাত* তথা পারস্পরিক লেনদেনে বিশ্বাসঘাতকতা না করে আমানতদারী রক্ষা করাও ঈমানের দাবি। মুমিনগণ সকল প্রকারের 'আমানাহ্' সংরক্ষণকারী। মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

'আর তারা এমন লোক, যারা আমানাহ্ ও প্রতিশ্রুতিসমূহের সংরক্ষণকারী'(সূরা আল মূমিনূন: ০৮)।

কোনো ব্যক্তির নিকট অপর ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের অধিকার বা ন্যায্য দাবিই হচ্ছে 'আমানাহ্'। অতএব সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি আমানতের দায়িত্বপ্রাপ্ত। স্ব স্ব আমানতের বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি শেষ বিচারের দিবসে জিজ্ঞাসিত হবে। প্রত্যেক পেশার সাথে জড়িত ব্যক্তির জন্য 'আমানাহ্'-এর প্রকৃতি ও পরিধি ভিন্ন ভিন্ন। বান্দার হকের ভিত্তিতে প্রসিদ্ধ কয়েক শ্রেণির মানুষের আমানতদারী ও বিশ্বাসপরায়ণতা সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

(ক) শাসক

প্রত্যেক শাসক, প্রশাসক ও বিচারক হচ্ছেন আমানতের বড়ো বোঝা বহনকারী, সে আমানতদারী সম্পর্কে তারা হাশরের ময়দানে জিজ্ঞাসিত হবেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাষ্ট্রীয় পদ হচ্ছে 'আমানাহ্'। নিঃসন্দেহে কেয়ামতের দিন তা হবে লাঞ্ছনা ও লজ্জার কারণ। কেউ যদি সে পদের হক সঠিকভাবে আদায় করতে পারে, তাহলে ভিন্ন ব্যাপার(আবু হানিফা, নুমান ইবন ছাবিত ২০১৬, ৫২৬ ও বুখারী ১০৫৮)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, কোনো শাসক যদি কিছু সংখ্যক মুসলমানের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন, আর সে শাসক ওই মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসাবে মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে মহান আল্লাহ্ সে বিশ্বাসঘাতক শাসকের জন্য বেহেশত হারাম করে দেন(বুখারী ৪৪১)। অতএব প্রতিষ্ঠান, সংস্থা,

সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার ও পরিচালকবৃন্দ মাথার উপর বিরাট বোঝা বহনকারী। আমানতদারী সম্পর্কে তাদের জবাব দিতেই হবে।

(খ) শিক্ষক

একজন শিক্ষক নিঃসন্দেহে সমাজের অতি সম্মানী ব্যক্তি। শিক্ষক একটি জনপদের পথপ্রদর্শক। একজন শিক্ষক সমাজ পরিচালকদের কারিগর। তাই সকল প্রকার 'খিয়ানাহ্' থেকে আত্মরক্ষা করা একজন শিক্ষকের জন্য অতীব জরুরি। একজন শিক্ষকের জন্য আমানতদার হিসেবে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ প্রণিধানযোগ্য:

(১) আমানাত ও খিয়ানত সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান

একজন শিক্ষককে জানতে হবে আমানতদারী ও খিয়ানতের পরিধি সম্পর্কে। কোনো বিষয়ের নির্ধারিত সীমা না জানলে তা রক্ষা করাও সম্ভব হয় না। একজন শিক্ষকের উচিত তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, হে রাসূল, আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা সমান হতে পারে না (সূরা যুমার: ০৯)।

(২) পাঠদান প্রস্তুতি গ্রহণ করা

পাঠদানের জন্য একজন শিক্ষকের পাঠদান প্রস্তুতি গ্রহণ করা বড়ো আমানত। শ্রেণিকক্ষে ছাত্রদের সামনে নির্ধারিত সময়ের জন্য সাজানো গোছানো একটি মানব অবয়ব উপস্থাপন করার নাম শিক্ষাদান নয় নিঃসন্দেহে। ছাত্ররা বুঝে না এমন পাঠদান কিংবা গল্প-গুজবের মাধ্যমে সময় কাটানো খিয়ানাত। শিক্ষকের পাঠপ্রস্তুতি না থাকলে ছাত্রদের প্রাসঙ্গিক প্রশ্নে শিক্ষকের মাথা গরম হয়ে যায়। যে শিক্ষক স্বার্থপরতার নেতৃত্ব দেন, বিভিন্ন দপ্তরে তদবির করেন, অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পার্ট-টাইম ক্লাস এবং সারাক্ষণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও খতম-দাওয়াতে ব্যস্ত থাকেন, সংশ্লিষ্ট বিষয় অধ্যয়ন না করেন, তিনি কীভাবে খিয়ানত থেকে আত্মরক্ষা করবেন? দুই যুগ পূর্বের নোট নিয়ে বর্তমান কালে পাঠদান করলে ছাত্রদের হক কি আদায় হবে? প্রস্তুতিহীন পাঠদানে শিক্ষার্থীদের কোনো উপকার যেমন থাকে না, তেমনিভাবে তাতে কোনো ফলও অর্জিত হয় না। তাইতো দেখা যায়, কোনো কোনো শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষে ছাত্রদের সংখ্যা এতই কম, যেন সে শিক্ষক একজন এতিম, উপায় উপকরণহীন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বাধুনিক তথ্য উপস্থাপন করা একজন শিক্ষকের জন্য আমানত। প্রতিবছর একই বিষয় একই রূপে বারবার উপস্থাপন করা বড়ো খিয়ানাত।

(৩) সর্বোচ্চ সামর্থ্য ব্যয় করে পাঠদান করা

একজন আমানতদার শিক্ষকের উচিত পাঠদানে আধুনিক সকল উপায় উপকরণ ব্যবহার করা। পরিকল্পিতভাবে সহজ উপায়ে পাঠদান করা, মেধাহীন ছাত্রদের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দান করা, সময়ের সদ্ব্যবহার করে ছাত্রদেরকে অধিকতর যোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালানোও একজন শিক্ষকের কর্তব্য। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ছাত্রদেরকে প্রাইভেট পড়তে নির্দেশনা দেয়া বা উৎসাহিত করা, সহজভাবে পাঠদান না করে কোনো গাইড বই বা নোট বইয়ের প্রতি পরামর্শ দেয়া বড়ো খিয়ানত। প্রাইভেট পড়ানোর জন্যও অনেক শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ইচ্ছাকৃতভাবে সিলেবাস শেষ করেন না। শ্রেণিকক্ষে সকল ছাত্রছাত্রীকে পাঠের প্রতি আকৃষ্ট না করা ও খিয়ানত। শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা, ছাত্রদের সাথে গল্প করা, নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রদের প্রতি মনোনিবেশ করে পাঠদান করাও বিশ্বাসঘাতকতার অন্তর্ভুক্ত। শ্রেণিকক্ষে

দেরিতে যাওয়া ও নির্ধারিত সময়ের পূর্বে শ্রেণিকক্ষ হতে চলে আসা চাতুর্যপূর্ণ খিয়ানত। পাঠকে সহজবোধ্য করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাও আমানতদারী। উল্লেখ্য, বিশ্বাসঘাতক শিক্ষকের বেতন বা উপার্জন কখনো হালাল হবে না। আর অবৈধ উপার্জনের খাবার খেয়ে ইবাদত-বন্দেগী করলে মহান আল্লাহ্ সে ইবাদত, দান সদকা কবুল করেন না। যেহেতু নবী (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ্ পবিত্র-হালাল (বৈধ) ছাড়া কিছুই গ্রহণ করেন না(বুখারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৯)। এ ক্ষেত্রে কুরআন হাকিম-এর ঘোষণা নিম্নরূপ:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.

"দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। যারা মানুষের কাছ থেকে যখন মেপে নেয় তখন পুরোপুরি আদায় করে নেয়, আবার নিজেরা যখন (অন্যের জন্য) কিছু ওজন কিংবা পরিমাপ করে তখন কম দেয়"(সূরা আল-মুত্বাফফীন: ১-৩)।

উপরোক্ত আয়াতমসূহের বিধান কেবল ওজন ও পরিমাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আল্লাহ্ ও বান্দার হকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এমনকি কোনো প্রশাসক, কর্মকর্তা, মজুর-কর্মচারী যদি চুক্তিভিত্তিক কাজ না করে কিংবা সময় না দেয় সেও একই অপরাধী ও শাস্তির যোগ্য (মুফতী মুহাম্মদ শফী ১৯৯৮, ৬৯৩-৬৯৪)।

(৪) সততায় নিজেকে অনুকরণীয় হিসেবে উপস্থাপন করা

একজন শিক্ষকের আমানতদারীর দাবি হলো, তিনি হবেন চরিত্রবান ও সৎ গুণাবলিতে গুণান্বিত। সততা, নিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতায় তিনি হবেন মূর্ত প্রতীক। তিনি সুশিক্ষা যেমন দেবেন, তেমনিভাবে নিজেকেও সে ক্ষেত্রে নমুনা হিসেবে পেশ করবেন। তাঁর চলাফেরা, কথাবার্তা, খাওয়া দাওয়া, স্বভাব-চরিত্র সবকিছুই ছাত্রদের জন্য হবে চুম্বকের মতো আকর্ষণকারী। একজন ছাত্র অনুসরণের জন্য একজন পরিপূর্ণ সৎ ও আদর্শবান লোক হিসেবে তার শিক্ষককেই বেছে নেবে। কেবল পুঁথিগত পাঠদান করে একজন আমানতদার শিক্ষক হওয়া যায় না। সৎ গুণাবলি অবলম্বন ও অসদগুণাবলি বর্জনের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক ছাত্রদের জন্য অনুপ্রেরণা লাভের উৎস হবেন। তাই একজন শিক্ষক ধূমপায়ী, তামাকসেবী বা মাদকসেবী হতে পারেন না। তিনি অশ্লীল শব্দ ও বাক্য প্রয়োগ করতে পারেন না। শ্রেণিকক্ষে ছাত্রদের গালমন্দ করা, অন্য শিক্ষকের নিন্দা করা, ছাত্রদের সাথে আঞ্চলিক বা নিচু ভাষায় কথা বলা, তুই তোকারি বলা ও আপত্তিকর অঙ্গভঙ্গি একজন শিক্ষকের জন্য খিয়ানত। প্রকৃতপক্ষে একজন খিয়ানতকারী তথা বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি কখনো আদর্শ শিক্ষক হতে পারেন না।

অন্যায়ভাবে পরীক্ষার উত্তরপত্রে নম্বর দেয়া, অগ্রিম প্রশ্ন বলে দেয়া বা অন্যায়ভাবে পরীক্ষার হলে সহায়তা করা কিংবা পরীক্ষার হলে অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ দেয়া একজন শিক্ষকের জন্য যে বড়ো অপরাধ-এ কথা অবৈধ সুযোগ গ্রহণকারী ছাত্ররাও ভবিষ্যতে কোনো একদিন অনুভব করবে ও বলবে। সার্টিফিকেট ও তথ্য জালিয়াতি করে কিংবা শর্ত পূরণ না করে শিক্ষকতার পদে অধিষ্ঠিত হলে ছাত্রদের সামনে একজন শিক্ষক কি নিজকে সৎ প্রমাণ করতে পারেন? যে বিষয়ে নিয়োজিত শিক্ষক, সে বিষয়ে পাঠদান করাই আমানাত, অন্যথায় তা খিয়ানাত। একজন শিক্ষক যদি শিক্ষক বা কর্মচারী নিয়োগে পক্ষপাতিত্ব করেন কিংবা অযোগ্য প্রার্থীকে যোগ্য ঘোষণা করেন বা কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সম্মানী পাওয়ার পরেও অর্থ, আতিথেয়তা বা কোনো উপঢৌকন দাবি করেন বা তদবির করেন তাহলে তিনি নিকৃষ্ট খিয়ানতকারী ও অপরাধী। শিক্ষকের জীবনের প্রত্যেকটি দিক হবে পরিচ্ছন্ন ও অনুকরণীয়। এক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্'র নিম্নোক্ত বাণী প্রণিধানযোগ্য:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

"হে মুমিনগণ, তোমরা এমন কথা কেন বলো, যা তোমরা বাস্তবে করো না" (সূরা ছফ্ফ: ০২)।

(গ) ছাত্র-ছাত্রী

ছাত্র-ছাত্রীদের ওপরও রয়েছে আমানতের বড়ো দায়িত্ব। তারা যেহেতু পরিবার ও সমাজের কল্যাণকর কোনো ভূমিকা পালন করা থেকে মুক্ত হয়ে বৃহৎ কল্যাণে জ্ঞানার্জনে আত্মনিয়োগ করে, সেহেতু যথাযথ জ্ঞানার্জনে সকল শক্তি-সামর্থ নিয়োগ করাই বড়ো আমানত। জ্ঞানার্জনে সাধ্য অনুযায়ী প্রচেষ্টা না চালানো, এতে অবহেলা করা ও সময় নষ্ট করা তার পক্ষ থেকে খিয়ানত। অসৎ চরিত্র পরিহার করে সৎ চরিত্র অবলম্বনে সর্বদা সচেষ্ট থাকা তার জন্য আমানতদারী। নিম্নোক্ত বিষয়সমূহও একজন ছাত্রের জন্য আমানতদারীর অন্তর্ভুক্ত।

১. শিক্ষকবৃন্দের সম্মান করা

সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ ছাত্রদের জন্য পিতৃতুল্য অভিভাবক। তাঁরা ছাত্রদের জন্য জ্ঞানের আলো লাভ করার উপায়। তাই তাঁদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করা, আচরণে সম্মান প্রদর্শন করা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা ছোটোদের প্রতি স্নেহশীল না, এবং বড়োদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে তৎপর নয়, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়। তাদের ব্যাপারে অসদাচরণ থেকে বিরত থাকা, তাদের জীবদ্দশায় যথাসম্ভব উপকার সাধনের চেষ্টা এবং মৃত্যুর পর তাদের মাগফিরাত ও কল্যাণ কামনা করা ছাত্রদের আমানতদারীর অন্তর্ভুক্ত(ড. মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন ১২৩)।

২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ সাধন

ছাত্ররা যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করে, সে প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা চালানো ছাত্রদের জন্য আমানাহ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো ধরনের ক্ষতি সাধন সে করবে না। প্রতিষ্ঠানের কোনো সম্পদ সে নষ্ট করবে না, কিংবা অন্যায়ভাবে নিজের দখলে রাখবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নাম হয় এমন আচরণ কোথাও করবে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাওনা-ফি আদায়ে গড়িমসি করবে না অথবা আদায় না করে পালিয়ে যাবে না। ছাত্রত্ব শেষ করার পরেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপকার করা একজন ছাত্রের নৈতিক দায়িত্ব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অপর মানুষের (উপকারের) কৃতজ্ঞতা জানায় না, সে আল্লাহ্'র শোকরও আদায় করে না(আবু দাউদ ৬৬২)।

৩. অধ্যয়ন ও চরিত্র গঠনে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করা

অধ্যয়ন করাই ছাত্রদের প্রধান কর্তব্য। জ্ঞানার্জনে ও আখলাক সংশোধনে সে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাবে। নিয়মিত অধ্যয়ন না করে পরীক্ষার দিনসমূহের জন্য পাঠসমূহ রেখে দেয়া তার জন্য খিয়ানত। কেননা সে তার মেধা, চক্ষু, কর্ণ, সুস্থতা ইত্যাদি নেয়ামতের অপব্যবহার করে নিজেকে ধ্বংস ও অপরাধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষায় যে-কোনো প্রকারের অসদুপায় অবলম্বন করা হারাম ও খিয়ানত। সে তার শিক্ষাজীবনে অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় এমন কোনো কর্মে জড়িয়ে পড়বে না। প্রচলিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সে অংশগ্রহণ করবে না। অধ্যয়নের পাশাপাশি সে ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহ পালন করবে নিষ্ঠার সাথে। সে বিপথগামী ও উচ্ছৃঙ্খল সহপাঠীদের সঙ্গ থেকে সর্বাবস্থায় আত্মরক্ষা করবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকবৃন্দের পক্ষ থেকে আরোপিত সকল নিয়মকানুন শ্রদ্ধাভরে মেনে নেয়া হচ্ছে ছাত্রদের জন্য আমানতদারী। শ্রেণিকক্ষে অনুপস্থিত থাকা বা দৈনিক পাঠসমূহ শিখে না রাখা একজন ছাত্রের জন্য খিয়ানত তথা বিশ্বাসঘাতকতা। বর্তমানে

অপ্রয়োজনে ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা বা অশ্লীল অনুষ্ঠানাদি ভোগ করাও ছাত্রদের জন্য গর্হিত কাজ ও খিয়ানত।

(ঘ) চিকিৎসক

একজন ডাক্তার হচ্ছেন অসুস্থ লোকদের আমানতদার। রোগীর কল্যাণ কামনা করে মেধার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে সততার সাথে চিকিৎসা করাই একজন ডাক্তারের জন্য আমানাহ। এর বিপরীত আচরণ খিয়ানত। রোগ নির্ণয় না করতে পেরেও চিকিৎসা কার্য চালিয়ে যাওয়া, রোগী দেখার সময় পর্যাপ্ত সময় না দেয়া, প্যাথলজি থেকে কমিশন নেওয়া, কমিশন নিয়ে অপ্রয়োজনীয় বা তুলনামূলক নিম্নমানের ঔষধ নির্বাচন করা, বিনা প্রয়োজনে প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার নির্দেশ দেয়া, সঠিক সময়ে কর্মস্থলে না থাকা, নির্ধারিত কর্মস্থলে প্রাইভেট চিকিৎসা করা, কর্মস্থলে থাকলেও রোগীর প্রতি মনোযোগ না দেয়া সুস্পষ্ট খিয়ানত। একজন চিকিৎসকের সর্বোচ্চ খিয়ানত হচ্ছে মানব হত্যা। অনেকাংশে চিকিৎসকের ভূমিকা ডাকাত, ঘুষখোর ও প্রতারকের চরিত্রে রূপান্তরিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, শঠতা ও প্রতারণার কারণে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে (আয্-যাহাবী ২৭১)।

(ঙ) অন্যান্য পেশাজীবী

সকল প্রকার খিয়ানত পরিহার করে আমানতের গুণে সার্বক্ষণিক গুণান্বিত থাকা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক সৎ নাগরিকের জন্য আবশ্যক। বিশেষ করে সমাজের সকল পেশাজীবীর জন্য আমানতের গুণ অত্যাবশ্যক। একজন ব্যবসায়ীর জন্য আমানত হচ্ছে ওজনে কম না দেয়া, মিথ্যা না বলা, নিম্নমান বা ভেজাল পণ্য বিক্রি না করা। একজন আইনজীবীর উচিত অপরাধী ও অসৎ লোকের পক্ষে আইনি লড়াই না করা, সৎ নিরীহ নাগরিকের বিপক্ষে না দাঁড়ানো। যে-কোনো দফতর প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের আমানত হলো অবৈধ সুবিধা গ্রহণ না করা, কমিশন না খাওয়া, যোগ্য প্রার্থীকে বঞ্চিত করে তুলনামূলক কমযোগ্য প্রার্থীকে নিয়োগ না দেয়া বা পদায়ন না করা এবং মান ও গুণ-এর ব্যাপারে আপোষ না করা। একজন আলিম তথা ইসলামী বিশেষজ্ঞ ও ধর্মীয় বক্তার আমানতদারী হচ্ছে, সত্যকে গোপন না করা, পার্থিব স্বার্থকে প্রাধান্য না দেয়া ও ধর্মীয় ভেদাভেদ বা অনৈক্য সৃষ্টি না করা।

এভাবে মালিক, শ্রমিক কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি, সকল প্রকার চাকুরে, পরিবারের কর্তা ও সকল নাগরিকের উপর রয়েছে আমানত তথা সততার দায়িত্ব। আর সেই দায়িত্ব পালনের ব্যাপারেই আমরা জিজ্ঞাসিত হবো শেষ বিচারালয়ে। তাইতো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

"জেনে রাখো, তোমরা সবাই দায়িত্বশীল, তোমরা সবাই সে দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে" (বুখারী ১০৫৭)।

উপসংহার

একটি সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অনিবার্য শর্ত হলো সংশ্লিষ্ট লোকদের আমানতদারীর গুণ। অনুরূপভাবে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান, অগ্রগতি ও সার্বিক শৃঙ্খলা নির্ভর করে এর সংশ্লিষ্ট জনবলের আমানতদারী চর্চার উপরে। আমানতদারী পরিহার করে খিয়ানাত করা সমাজ ও ব্যক্তির পতন ও ব্যর্থতার মূল

কারণ। আমানতদারী উঠে যাওয়া কেয়ামত তথা মহাপ্রলয়ের আলামত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أول ما يرفع من الناس الأمانة

"মানবজাতি থেকে প্রথমে যে সদগুণ উঠে যাবে তা হলো আমানত"(আয-যাহাবী ১৭৪)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, শেষ যুগে কর্মস্থল ও লেনদেনে আমানতদার একজন ব্যক্তি পাওয়াও মুশকিল হবে। এমনকি, একদিন বলা হবে অমুক গোত্রে একজন আমানতদার ব্যক্তি আছে। আরো বলা হবে, লোকটি কতই না জ্ঞানী, সাহসী, বিচক্ষণ, অথচ তার হৃদয়ে শস্যদানা পরিমাণ ঈমান নেই (বুখারী ১০৪৯-১০৫০)।

অতএব, মানব জাতির সার্বিক কল্যাণে, সমাজের সর্বক্ষেত্রে মানবিকতা রক্ষায় আমানত ও খিয়ানতের বিস্তৃত পরিধি সম্পর্কে যথাযথ অবগতি ও আরো গবেষণা সময়ের দাবি। বিশেষ করে একজন মুসলিমের জন্যে আমানতদারী পরিহার করে বাহ্যত: ধার্মিক বা সৎ পরিচয় দেয়ার সুযোগ যেমন নেই, তেমনিভাবে পরকালের অন্তহীন জীবনে পরিত্রাণ পাওয়ারও উপায় নেই। তাই "আমানাহ্ ও খিয়ানাহ্" প্রসঙ্গে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে শিক্ষিত ও দায়িত্বশীল মহলের আরো জোরালো ভূমিকা প্রয়োজন।

গ্রন্থপঞ্জি

আবু দাউদ, সুলায়মান ইবনে আশআস। *সুনান*। ঢাকা: আল ফাতাহ লাইব্রেরী।

আবু হানিফা, নুমান ইবন ছাবিত। *মুসনাদে ইমাম আযম আবূ হানিফ (র.)*। বাংলায় অনূদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৬।

ইব্রাহীম আল বারীকান (ড.)। *আল-মাদখাল*। রিয়াদ: দারুস সুন্নাহ, সৌদি আরব, ১৯৯২।

ইমাম আয-যাহাবী, মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ শামসুদ্দীন। *আল কাবাইর* (মুসনাদে ইবনে আহমদের বরাতে)। কায়রো: দারুল হাদিস, ১৪২১ হিজরি।

কায়রানভী, ওয়াহিদুয্যামান কাশেমী। *আল-কামূসুল ওয়াহীদ*। দেওবন্দ: কুতুবখানা হোসাইনিয়া, ভারত, ২০০১।

তিরমিযী, মুহাম্মদ ইবন ঈসা। *আস্-সুনান*, ২য় খণ্ড। দেওবন্দ: থানভী লাইব্রেরী, ভারত।

বুখারী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল। *আল-জামিউল মুসনাদুস সাহীহুল মুখ্তাসারু মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওয়া সুনানিহী ওয়া আয়্যামিহী*। দেওবন্দ: বাংলা ইসলামিক একাডেমী, ভারত।

বারকাতী, মুফতী আমীমুল ইহসান। *কাওয়াইদুল ফিক্হ*। দেওবন্দ: আশরাফী বুক ডিপো, ভারত।

মুফতী মুহাম্মদ শফী। *মা'আরিফুল কুরআন* ৮ম খণ্ড । দিল্লী: ফরীদ বুকডিপো, ১৯৯৮।

মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন(ড.)। *হক্কুল ইবাদ*। চট্টগ্রাম: জমজম প্রকাশনী, ২০২১।

সা'দী আবুজীব। *আল-কামূসুল ফিক্‌হী*। করাচী: ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ।
হাফিজ ইবনু কাছীর দিমাশকী, ইমামুদ্দীন ইসমাঈল, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম* ২য় খণ্ড। রিয়াদ: মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১৯৯২।